4) সামান্য সম্পর্কে আলোচনা করো।

Ans ⇒ সামান্য একই সময়ে অনেক বস্তুতে অবস্থান করে। একই জাতীয় বস্তুর সমান ধর্মকেই সামান্য বলে। যেমন—'মানুষ'— এটি সামান্য, কেননা বিভিন্ন মানুষের সমান ধর্ম হল মনুষ্যত্ব, যা সব মানুষের মধ্যেই থাকে। সুতরাং অনেক মধ্যে যা সাধারণভাবে উপস্থিত থাকে তাই হল সামান্য। তবে বিশেষ বিশেষ বস্তু মূর্ত বিষয়, কিন্তু সামান্য হল বিমূর্ত বিষয়।

সামান্যের স্বরূপ সম্পর্কে দর্শনে প্রধান দুটি মতবাদ আছে — (1) বস্তুবাদ এবং (2) নামবাদ। বস্তুবাদ অনুসারে, বিশেষ বিশেষ বস্তুর মতো সামান্যের মননিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে, সামান্য শুধুমাত্র মনোগত বিষয় নয়। আর নামবাদ অনুসারে 'সামান্য' বলে বাস্তবিক কিছু নেই, সামান্য নামমাত্র। কিন্তু সামান্য সম্পর্কে আর একটি মতবাদ আছে সেটি হল প্রত্যয়বাদ। সামান্য সম্পর্কে বস্তুবাদী মতবাদীদের মধ্যে প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের মতবাদ অস্তিত্বশীল। কেননা তারা উভয়েই সামান্যের মননিরপেক্ষ অস্তিত্ব স্বীকার করেন।

সামান্য সম্পর্কে প্লেটোর মতবাদঃ— প্লেটো ভাববাদী দার্শনিক হলেও সামান্য সম্পর্কে তাঁর মতবাদ বস্তুবাদ নামে পরিচিত। প্লেটো তাঁর দর্শনে দুই ধরনের সত্তা স্বীকার করে দুটি ভিন্ন জগতের উল্লেখ করেছেন। একটি হল দেশ এবং কালে অবস্থিত বিশেষের জগৎ, আর একটি হল দেশ এবং কালের অতীত সামান্য বা জাতির জগৎ। বিশেষের জগৎ অভিজ্ঞতাগ্রাহ্য, আর সামান্যের জগৎ বিশুদ্ধ বুদ্ধিলব্ধ। তাই বিশেষের জগৎ অনিত্য এবং ত্রুটিপূর্ণ, সামান্যের জগৎ নিত্য ও ত্রুটিমুক্ত। সঠিক অর্থে সামান্যেরই সত্তা আছে, বিশেষ হল সামান্যের প্রতিলিপি। প্লেটোর মতে সামান্য বা জাতি পূর্ণসত্য আর বিশেষের জগৎ আংশিক সত্য। বিশেষ, সামান্যের উপর নির্ভরশীল হলেও সামান্য বিশেষের উপর নির্ভরশীল নয়। বিশেষ বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তির অস্তিত্ব না থাকলেও সামান্যের অস্তিত্ব থাকতে পারে। সত্তা সম্পর্কে অনুরূপতাবাদ গ্রহণ করেই প্লেটো সামান্য বা জাতিকে 'সত্তাবান' বলেছেন।

প্লেটো তিন ধরনের সামান্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। যা হল — (i) নান্দনিক, (ii) নৈতিক এবং (iii) গাণিতিক।

<u>সামান্য সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের মতবাদঃ—</u> অ্যারিস্টটলের মতে বিশেষের জগৎ অতিরিক্ত সামান্যের জগৎ বলে বাস্তবিক কিছু নেই। অ্যারিস্টটলের মতে জগৎ একটাই যা বিশেষ এবং সামান্যের সম্মিলিত জগৎ। অ্যারিস্টটলের মতে সামান্যের অস্তিত্ব ব্যক্তির মনের ওপর নির্ভর করে না, সামান্যের মননিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে। অ্যারিস্টটল বলেন সামান্য হল একপ্রকার ধর্ম এবং এই সামান্য ধর্ম অনেকের মধ্যে উপস্থিত সাধারণ ধর্ম। বিভিন্ন বস্তু অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে এবং সেক্ষেত্রে আমরা বিমূর্তকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সামান্য ধর্মের ধারণায় উপনীত হই। যেমন — লাল জবা, লাল জামা, লাল গাড়ি ইত্যাদি বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে লাল ধর্মটিকে সাধারণভাবে উপস্থিত দেখে আমরা <u>লালত্ব</u> সামান্য ধারণায় উপনীত হতে পারি। সুতরাং অ্যারিস্টটলের মতে, সামান্য হল সাধারণ ধারণা যা বিশেষ বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তিতে আশ্রিত থাকে। তবে অ্যারিস্টটল বলেন একই শ্রেণিযুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে সামান্য ধর্ম একইরূপে থাকে। বিশেষের যেমন মননিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে সামান্য ধর্মেরও তেমনি মননিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে। সামান্য সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের এই মতবাদকে অনেকে অভিন্নতাবাদ বলেছেন। তবে সামান্য ধর্ম অনেকের মধ্যে বর্তমান একরকমের ধর্ম বলায় অ্যারিস্টটলের এই মতবাদকে অনুরূপতাবাদের সঙ্গে তুলনা করা যায় বলে হসপার্স বলেছেন।

<u>নামবাদ</u> :— সামান্য সম্পর্কে প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের মতবাদকে বস্তুবাদ বলা হয়, কিন্তু অনেকে এই মতবাদের বিপরীত মতবাদ পোষণ করে, সামান্যের বাস্তব সত্তা অস্বীকার করেন এবং সামান্যকে নামমাত্র বলেন। প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিকগণ বলেন, বিশেষের কেবল প্রত্যক্ষ হয়, সামান্যের প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং বিশেষেরই

অস্তিত্ব

কেবল ~~প্রত্যক্ষ~~ অনেক নামে, সামান্যের বা সামান্য ধর্মের অস্তিত্ব নেই। নামবাদ হল এইরকমই একটি মতবাদ। কেবলমাত্র বিশেষেরই অস্তিত্ব আছে এবং একজাতীয় বিশেষ বিশেষ বস্তুতে সাধারণভাবে যা উপস্থিত তা হল মনুষ্য আরোপিত একটি নামমাত্র। সামান্য একটি নামমাত্র, যে নামে বিশেষ কোনো বস্তুকে বা একাধিক বস্তুকে ~~চিহ্নি~~ চিহ্নিত করা হয়।

আর নামবাদীদের মতো প্রত্যয়বাদীরা বলেন বাইরের জগতে কেবল বিশেষ বিশেষ বস্তু ও ব্যক্তি আছে, সামান্য বলে কিছু নেই। তবে প্রত্যয়বাদীরা বলেন বাইরের জগতে সামান্য বলে কিছু না থাকলেও ~~সামান্য~~ সামান্যের ধারণা গঠন সম্ভব। লকের মতবাদ হল প্রত্যয়বাদ।

<u>অনুরূপতাবাদ বা সাদৃশ্যবাদ</u>:- সামান্য সম্পর্কে ~~অ্যারিস্টটলের~~ অ্যারিস্টটলের মতবাদের কিছুটা পরিবর্তন ও সংশোধন করে যে মতবাদটি পাওয়া যায় তা হল অনুরূপতাবাদ বা সাদৃশ্যবাদ। সামান্য সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের মতবাদের মূল কথা হল — ① বিশেষের অতিরিক্ত সামান্যের অস্তিত্ব নেই. ② সামান্য হল সামান্য ধর্ম ③ সামান্য ধর্মের বাস্তব অস্তিত্ব আছে এবং ④ সামান্য ধর্মটি বিশেষ বিশেষ বস্তু ও ব্যক্তির মধ্যে অভিন্নরূপে থাকে। কিন্তু এই অনুরূপতাবাদীরা 'অভিন্ন' কথার পরিবর্তে 'সাদৃশ্য' বা একইরকম কথার উল্লেখ করেন, সুতরাং সামান্য বা সামান্য ধর্ম হল অনেকের মধ্যে অবস্থিত একইরকম ধর্ম বা সদৃশ্যধর্ম। সামান্য সম্পর্কে এটিই হল সর্বাপেক্ষা বেশি গ্রহণযোগ্য মতবাদ, যেমন বিভিন্ন নীল বস্তুর মধ্যে নীল বর্ণটি থাকলেও কোনোটি হালকা নীল, কোনোটি গাঢ় নীল, কোনোটি ~~মাঝি~~ আকাশি নীল বর্ণ আছে। কিন্তু এক্ষেত্রে নীলের মাত্রাগত পার্থক্য থাকলেও <u>বর্ণগত সাদৃশ্য</u> আছে। এই অনুরূপতাবাদীগণ সামান্যের ক্ষেত্রে অভিন্নতার পরিবর্তে সাদৃশ্য বা অনুরূপের কথাই বলেন। ~~সুতরাং~~ সুতরাং সামান্য সম্পর্কে সাদৃশ্যই

হল মুখ্য সামান্য এবং সাদৃশ্য সামান্য তাই শুধু মনোগত ধারণা নয়, বিষয়গত ভাবেও তার অস্তিত্ব আছে।

তাই সামান্য সম্পর্কে অনুরূপতাবাদই বেশি গ্রহণযোগ্য মতবাদ। বস্তু সত্তার মধ্যে যেমন – বিশেষ বিশেষ বস্তু এবং তাদের বিশেষ বিশেষ গুণ ধর্ম আছে তেমনি তাদের মধ্যে সাধারণভাবে উপস্থিত হোক না, বৈশিষ্ট্য আছে, যা অভিন্নরূপে থাকে না, সদৃশ্য রূপে থাকে।

আমি মনে করি সামান্য সম্পর্কে বস্তুবাদ, নামবাদ, প্রত্যয়বাদ – এই মতবাদ গুলোর থেকেও বিশেষ ভাবে গ্রহণযোগ্য মতবাদ হল অনুরূপতাবাদ বা সাদৃশ্যবাদ। কেননা বিশেষ বিশেষ বস্তুর মধ্যে একটি সামান্য ধর্ম থাকলেও ওই বিশেষ বিশেষ বস্তুতে সামান্যের মাত্রাভেদ থাকে। সুতরাং সামান্যকে একইরকম না বলে সদৃশ্য বলা উচিত।